ISSN: 1685-4012

স্ট্রীম

সাপোর্ট টু রিজিওনাল অ্যাকুয়াটিক রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট

স্ট্রীম পত্রিকা

কৃষক এবং মৎসকৃষকদের জীবিকা সম্বন্ধে জানা এবং জানানো

স্ট্রীম ইনিশিয়েটিভকে সাহায্য করছে অস এ আই ডি, ডি এফ আই ডি, এফ এ ও, নাকা এবং ভি এস ও

প্রকাশিত হয় স্ট্রীম ইনিশিয়েটিভ, নেটওয়ার্ক অফ অ্যাকুয়াকালচার সেন্টারস্ ইন এশিয়া প্যাশিফিক, সরস্বাদী বিল্ডিং,ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ কম্পাউন্ড, ক্যাসাকাট ইউনির্ভাসিটি, লাদেয়ো, জাতুজক, ব্যাঙ্কক, থাইল্যান্ড

কপিরাইট স্ট্রীম ইনিশিয়েটিভ ২০০৩

শিক্ষা এবং অন্যান্য অব্যাবসায়িক কাজে এই প্রকাশনকে পুন: মুদ্রন হতে পারবে কেবল অধিকারপ্রাপ্ত প্রকাশকের পূর্ণ স্বীকৃতির সাহায্যে।

পুন: মুদ্রন অথবা বিক্রির জন্য এটি প্রকাশনা করা যাবে না যদি অধিকার প্রাপ্ত প্রকাশকের স্বীকৃতি ব্যাতিত।

স্ট্রীম পত্রিকার প্রবন্ধের একটি উদাহরণ

স্যানটস্, আর ২০০২ বিবাদ সম্বন্ধে একে অপরের থেকে শেখা: স্ট্রীম পত্রিকা ১(১), ১-২

সূচীপত্র

''ফিশারিজ রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট'' প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ১

টি জে এ সান ডিয়াগো

''সিয়াড''এর উদ্যোগের উপর একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও অংশগ্রাহীভাবে স্থানীয় উন্নতির পরিকল্পনা ৩

এলিজাবেথ এম গনজালেস

দল গঠন, উৎপাদনে উন্নতি এবং সম্পদ রক্ষা করার প্রচেষ্টা ৫

বি কে সহায়, কে পি সিং এবং এস এন পাণ্ডে

পৌর কৃষিকাজ, জলের পুনঃব্যবহার এবং স্থানীয় অর্থনীতিঃ নাইজেরিয়ার অন্ডোপ্রদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে শিক্ষামূলক গবেষণা ৭

এমি একেজবেজো স্যামসন

জীবিকা নির্বাহণ বিশ্লেষণ- ''অংশগ্রাহী গ্রামীণ মূল্য নিরুপণ'' ব্যবহারের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা ৯

ফাম মিন তাম এবং ট্রিং কুয়াঙ্গ তু

দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা নির্বাহণের জন্য মাছচাষের উন্নতির দ্বারা দঃপূঃভিয়েতনামে দারিদ্রতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা ১১

নুয়েন ভেন তু এবং নুয়েন মিন ডাক

স্ট্রীম পত্রিকা সম্বন্ধীয় ১৩

স্ট্রীম সম্বন্ধীয় ১৪

মন্তব্য

স্ট্রীমের এই পত্রিকায় ফিলিপিন্স, ভারত, নাইজেরিয়া এবং ভিয়েতনামের প্রবন্ধ আছে। স্ট্রীম, কৃষক এবং মৎসজীবিদের শিক্ষা ও যোগাযোগ রক্ষার উপর উদ্যোগ নিয়েছে, যা স্ট্রীম ইনিশিয়েটিভের একটি অন্যতম কাজ।

প্রথম প্রবন্ধে ফিলিপিন্সের লেখক টি জে এ সান ডিয়াগো জানিয়েছেন তিনি কিভাবে ''প্রকল্পে কর্মরত থেকে কাজ শিখেছেন এবং মৎসজীবিদের চিন্তাধারার পরিবর্তনের দিকটা এবং মৎসজীবিকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের নতুন চিন্তাধারার প্রতি তাদের আগ্রহ লক্ষ্য করেছিলেন''। দ্বিতীয় প্রবন্ধের লেখিকা ফিলিপিন্সেরই এলিজাবেথ এম গনজালেস যিনি ব্যাখ্যা করেছেন ''পরিবর্তনের ফলে জনসাধারণ কিভাবে স্থানীয় শাসন ব্যাবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারে''। এখানে তিনি ম্যানুয়েল পাজন নামে এক মৎসচাষীর সাথে পাঠকদের পরিচয় করিয়েছেন-এই ব্যাক্তি যার মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা উদ্ভূত হয়েছিল.... যারা বিভিন্ন সভা-সমিতির আয়োজন করত মৎসকৃষকদের জন্য।

তৃতীয় প্রবন্ধের লেখক হলেন-বি কে সহায়, কে পি সিং এবং এস এন পাণ্ডে-ভারতের স্বসাহায্যকারী দলের গল্প। তারা কিভাবে কাজ শুরু করলো, সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য কিভাবে একত্রিত হলো, যখন এক ব্যাক্তি পুকুরের মালিকানা নিয়ে সমস্যা তৈরী করার চেষ্টা করেছিল, সেই সব বিষয় পাঠকদের জানানো হয়েছে। চতুর্থ প্রবন্ধটি হচ্ছে আফ্রিকার গল্প, লেখক হলেন এমি একেজবেজো স্যামসন। এটির বিষয় হচ্ছে ''উপকূলবর্তী অঞ্চলে পৌরকৃষিকাজের প্রভাব এবং নাইজেরিয়ার অন্ডো প্রদেশে জলের ব্যাবহার এবং পুনঃব্যাবহারের বাস্তবিকতা....।

শেষ দুটি প্রবন্ধ হচ্ছে ভিয়েতনাম থেকে এবং বিষয়বস্তু হচ্ছে -''অংশগ্রাহী জীবিকা বিশ্লেষণ'' যা স্ট্রীমের বিশেষ প্রকাশন স্ট্রীম পত্রিকা ১(৪)এর সম্বন্ধীয়। ফাম মিন তাম এবং ট্রিং কুয়াঙ্গ তু লিখেছেন ''অংশগ্রাহী গ্রামীণ মূল্য নিরূপন'' করার দরুণ কিছু শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার কথা। নুয়েন ভেন তু এবং নুয়েন মিন ডাক লিখেছেন কিভাবে দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা নির্বাহনের উপায়কে একটি প্রকল্পের দ্বারা বাস্তবায়িত করা যাবে যেখানে প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে ''মৎসচাষের দ্বারা গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র মানুষের জীবিকার উন্নতি সাধন করা''।

শুভেচ্ছা সহ

গ্রাহাম হেলর, নির্দেশক, স্ট্রীম

উইলিয়াম স্যাভেজ, স্ট্রীম পত্রিকার সম্পাদক

''ফিশারিজ রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট'' প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা

টি জে এ সান ডিয়াগো

''এফ আর এম পি'' এবং ''বি এফ এ আর''

ফিলিপিন্সের ব্যুরো অফ ফিশারিজ এণ্ড অ্যাকুয়াটিক রিসোর্সেস (বি এফ এ আর) এর ষষ্ঠ বার্ষিকী ফিশারিজ রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (এফ আর এম পি)[১] এর সময়সীমা হচ্ছে ১৯৯৮ থেকে ২০০৪। ''এফ আর এম পি''র দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য হচ্ছে মৎসসম্পদের পরিচালনা, আয়ের উপায় বৃদ্ধি এবং ক্ষমতার গঠন দ্বারা মৎসসম্পদকে নি:শ্বেষকরণ থেকে রক্ষা করা, সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে দারিদ্র দূরীকরণ এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা। ''এফ আর এম পি'' দেশ জুড়ে একশো পৌরসঙ্ঘের অধীনে ১৯টি সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে রূপায়ণ করা হয়েছে এবং এটি পরিচালনা করে প্রকল্প পরিচালনা বিভাগ যাহার প্রধান হচ্ছে প্রকল্প নির্দেশক।

৬ ন: প্রদেশে, প্রকল্পের অঞ্চল হচ্ছে সেপিয়ান বে যাহা ১৫টি ব্যারাঙ্গ[২] নিয়ে গঠিত এবং এই অঞ্চলগুলি তিনটি পৌরসঙ্ঘের অধীনে পড়ে যথা আকলান প্রদেশের বাটান এবং কেপিজ প্রদেশের ইভিসান ও সেপিয়ান। এই দুই প্রাদেশিক সরকার এবং তিনটি স্থানীয় সরকারী সংস্থা সহকর্মীরূপে এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত আছে। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে, একজন আঞ্চলিক প্রকল্প সহযোজনকারী এবং তার অধীনে ছয় জন ''বি এফ এ আর'' কর্মীকে নিয়ে প্রকল্প রূপায়ণকারী দল গঠন করা হয়েছে যারা কাজের পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং পর্য্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করে।

প্রকল্প রূপায়ণকারী দলের কর্মী হয়ে অভিজ্ঞতা

পরিকল্পনা কার্য্যশালা

কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর আমি একজন ''এফ আর এম পি''র প্রযুক্তিবিদ সদস্য হয়ে কাজ করতে শুরু করি, যেখানে অংশগ্রাহী ভাবে কি করে উপকূলবর্তী অঞ্চলে সম্পদ পরিচালনার কাজ করা যায় সেই সম্বন্ধে জানলাম। আমি প্রথমে যে কাজে নিযুক্ত হলাম সেটা হলো পরিকল্পনা কার্য্যশালা যাতে প্রকল্প-পরিচালনা বিভাগ, প্রকল্প রূপায়ণকারী দল, আকলান ও কেপিজ প্রদেশের, বাটান, ইভিসান এবং সেপিয়ানের পৌরসঙ্ঘের মৎসসম্পদ পরিচালনা বিভাগের কর্তাগন অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই কার্য্যশালার ফল হল সেই বছরের কাজকর্মের পরিচালনাসূচী। এই অভিজ্ঞতা থেকে, আমি প্রকল্পের কাজকর্মের সাথে ভালোভাবে পরিচিত হলাম ও এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত ব্যাক্তিদের সাথে কথাবার্তা, দেখাসাক্ষাৎ হলো এবং সহযোজনের প্রাধান্য, সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অভিজ্ঞতা বন্টনের গুরুত্ব বুঝলাম।

অংশগ্রাহী রূপে উপকূলবর্তী অঞ্চলে সম্পদ নির্ধারণ

এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে আমার প্রথম যথাযথ অভিজ্ঞতা হচ্ছে ইভিসানের তিনটি ''এফ আর এম পি''র উপকূলবর্তী ব্যারাঙ্গে অংশগ্রাহী ভাবে উপকূলবর্তী অঞ্চলের সম্পদের নির্ধারণ করা। মনোনীত মৎসপ্রধানরা এতে অংশ নিতেন। এর মধ্যে অর্ন্তভূক্ত থাকতো উপকূলবর্তী পরিবেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা, কার্য্যশালা এবং কাজে প্রশিক্ষণ। অংশগ্রহণকারীদের বলা হতো তাদের নিজেদের ব্যারঙ্গের মানচিত্রের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল চিনে দেখাতে (যেমন বালুকাতট, শৈলভূমি প্রভৃতি) এবং তাদের ব্যারাঙ্গের সম্পদ ও তার ব্যাবহার এবং বিভিন্ন সামাজিক বিষয় ও সেইসবের প্রভাব সম্বন্ধে জানাতে। কার্য্যশালায় যে সম্পদের মানচিত্র তৈরী করা হয়েছিল সেঠা ঠিক কি না এবং ম্যানগ্রোভ গাছের অঞ্চলে পরিবেশের বর্তমান অবস্থা নির্ধারণ করার জন্য ওইসব অঞ্চলে গিয়ে কাজ করা হলো। বাটানের তিনটি ব্যারাঙ্গে ও সেপিয়ানের নয়টি ব্যারাঙ্গে সারাবছর ধরে এইরকম কার্য্যক্রম করা হলো। এই প্রক্রিয়ায় মৎসজীবিরা সামাজিক অবস্থা ও সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল সম্বন্ধে সচেতন হয়। এই প্রকল্পের কর্মকর্তা হিসাবে আমি সত্যিই অভিভূত সেইসব অংশীদারদের দেখে, যারা অঞ্চলের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানী এবং তাদের এই অভিজ্ঞতা প্রকল্প রুপায়ণ করতে সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করেছে।

কেপিজ প্রদেশের সেপিয়ানের ব্যারাঙ্গে বিলায়োর ম্যানগ্রোভ গাছের অঞ্চলে প্রশিক্ষণের দরুন অংশগ্রাহীভাবে উপকূলবর্তী অঞ্চলে সম্পদ নির্ধারণের সদস্য এবং অংশগ্রহণকারীরা

১. ''এফ আর এম পি'' সম্বন্ধে আরো বিশদে জানতে হলে দেখুন www.frmp.org.

২. ব্যারাঙ্গ হচ্ছে সবচেয়ে ছোট সরকারী বিভাগ, একটি গ্রামের সমপর্য্যায়।

মৎসরক্ষণাস্থল

আকলান প্রদেশে বাটানের ম্যামবুকিউআয়ো ব্যারাঙ্গের পিটো কোরাল রিফে স্থিত মৎসপালন ও রক্ষণাস্থলের স্থাপনায় আমিও অংশীদার ছিলাম. এই মৎসরক্ষণাস্থলের সমগ্র অঞ্চলের মাপের জন্য এবং এর ভৌগলিক অবস্থান জানার জন্য আমরা ''জি পি এস'' (গ্লোবাল পজিসনিং সিস্টেম) এর ব্যাবহার করেছিলাম। আমরা এখানকার অধিবাসীদের সাথে মৎসরক্ষণাস্থলের গুরুত্ব, প্রধান বিষয় এবং পরিকল্পনা কাঠামো নিয়ে আলোচনা করলাম। অধিকাংশ অধিবাসীরাই এই প্রকল্পের পক্ষে ছিল কারণ তারা ইতিমধ্যেই এর উপকারিতা বুঝতে পেরেছিল। শুধুমাত্র এই অঞ্চলের মাছের জালের মালিকেরা এই প্রকল্পের বিরোধিতা করছিল কারণ তারা বুঝতে পারছিল যে একবার মৎসরক্ষণাস্থল স্থাপন হয়ে গেলে তাদের মাছ ধরার জাল ওই অঞ্চলে কোন কাজে লাগবে না। আলোচনার পরে, ব্যারাঙ্গের অধিকর্তারা একটি অধ্যাদেশ তৈরী করলেন যাতে পৌরসঙ্ঘের অধিকর্তাকে অনুরোধ করা হলো প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য। অবশেষে, স্যানগুনিয়াং বেয়ান[৩] এবং গোষ্ঠীর লোকেদের সাহায্যে এই অধ্যাদেশটি অনুমোদন হয় এবং মৎসরক্ষণাস্থল স্থাপিত হলো।

ব্যারাঙ্গের শিক্ষা সম্পদ কেন্দ্র

আমার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো প্রকল্পের বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহ, শিক্ষা এবং যোগাযোগ (আই ই সি) রক্ষার দায়িত্ব। ''ফিশারিজ রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট'' এর অঙ্গ ''আই ই সি''র লক্ষ্য হচ্ছে অংশীদারদের কাছে উপকূলবর্তী অঞ্চলের সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ, রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিচালনা সম্বন্ধে সঠিক খবর পৌঁছানো। সেপিয়ান উপকূলবর্তী অঞ্চলে ''এফ আর এম পি''র মূখ্য কার্য্যক্রমের অর্ন্তভূক্ত হিসাবে 'ব্যারাঙ্গের শিক্ষা সম্পদ কেন্দ্র' (বি এল আর সি) স্থাপনা করা হয়েছে। এই কেন্দ্রে বিভিন্ন খবরের আদান প্রদান, গোষ্ঠীগত আলোচনা, ছবি প্রদর্শন, গল্পকথা, বক্তৃতা এবং সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। একজন ''বি এল আর সি''র কর্মকর্তাকে এইসব কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার দায়িত্বে রাখা হয়েছে। উদ্বোধনী কার্য্যক্রমে ফিতা কাটা সহ বই এবং অনান্য পড়ার পত্রিকার উন্মোচন, বাচ্চাদের জন্য ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা, ছবি প্রদর্শন এবং গল্প কথা বলা সহ বিভিন্ন কার্য্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখন পর্য্যন্ত তিনটি ''বি এল আর সি'' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যথাক্রমে ম্যামবুকিউআয়োর ব্যারঙ্গেতে, বাটানের নাপ্তিতে এবং ইভিসানের কেবুগাওতে।

ক্ষমতার গঠন

গণ সংগঠন এবং চুক্তিবদ্ধ গোষ্ঠী সংগঠকদের সমবায়দের নিয়ে ''এফ আর এম পি'' ক্ষমতার গঠনে সাহায্যকারী কার্য্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মধ্যে ছিল–

- নাপ্তি এবং কেবুগাও ব্যারঙ্গেতে ম্যানগ্রোভ গাছের নার্সারি তৈরী এবং দেখাশোনা করা
- যেইসব অঞ্চলে সফলভাবে উপকূলবর্তী সম্পদ পরিচালনা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে সেইখানে গোষ্ঠীনেতাদের শিক্ষা মূলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া।
- ফিলিপিন্সের ১৯৯৮এ ফিশারিজ কোডের পরিবর্তন।
- ম্যামবুকিউআয়ো ব্যারঙ্গে স্মোক কাঁটাবিহীন মিল্কফিশের উপর ট্রেনিং।

এইসব কার্য্যক্রমের অংশীদার হওয়ার ফলে আমি মৎসজীবীদের মনের কাছে পৌঁছে এই প্রকল্পের ফলে উপকৃত মৎসজীবিদের চিন্তাধারার পরিবর্তনের দিকটা এবং মৎসজীবিকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের নতূন চিন্তাধারার প্রতি তাদের আগ্রহ লক্ষ্য করেছিলাম।

নিজস্ব মত

''এফ আর এম পি''র উদ্দেশ্য অনুয়ারী সেপিয়ান উপকূলবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন কার্য্যক্রম করা হয়েছিল। ওই অঞ্চলের উপকূলবর্তী গোষ্ঠীর লোকেরা এবং স্থানীয় কর্তারা প্রথমে তাৎক্ষণিক ফলাফলের আশায় ছিল যেমন ''ডোল-আউট'' জীবিকা নির্বাহণ প্রকল্প। কিন্তু তারা বিকাশশীল প্রকল্পের ফলাফল নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল যেমন ''এফ আর এম পি''। যদিও নিয়মিত ব্যাখামূলক আলোচনা এবং ''আই ই সি''র প্রচার দ্বারা লোকজন ধীরে ধীরে বুঝতে পারলো এক পা এক পা করে এগিয়েই দীর্ঘস্থায়ী সফলতা পাওয়া যায়।

প্রকল্পের প্রভাব শুধুমাত্র স্পষ্ট উন্নতিই নয় যেমন আয়ের উপায় বাড়ানোর প্রকল্প এবং পরিকাঠামো তৈরী করা তা ছাড়াও এর সাথে সাথে সামাজিক সচেতনতার সৃষ্টি এবং জলীয় সম্পদ পরিচালনায় স্থানীয় সরকারী সংস্থার ও সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের অবগত করানো ইতাদি। নিজেদের অধিকার, দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ানো এই প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অর্ন্তগত এবং এর ফলাফল এই প্রকল্পে সার্থকতাকে নির্দেশ করে।

টি জে এ সান ডিয়াগো একজন ''বি এফ এ আর'' ছয় এর ''এফ আর এম পি'' প্রকল্প রুপায়ণকারী দলের প্রযুক্তিবিদ কর্মী। তার যোগাযোগের ঠিকানা। <frmp6@skyinet.net>

৩.স্যানগুনিয়াং বেয়ান, অথবা পৌরসঙ্ঘ পরিষদ, স্থানীয় আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা বিশিষ্ট সংগঠন।

''সিয়াড''এর উদ্যোগের উপর একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও অংশগ্রাহীভাবে স্থানীয় উন্নতির পরিকল্পনা

এলিজাবেথ এম গনজালেস

অঞ্চলের দীর্ঘস্থায়ী সম্মিলিত বিকাশ (''সিয়াড'')

''সিয়াড'' গঠন করা হয়েছে বিকাশীলতার বিকল্প পথ হিসাবে যাতে স্থানীয় সরকার গঠনের ক্ষেত্রে গোষ্ঠী সদস্যদের যোগদানে উৎসাহিত করা হয়। ''সিয়াড'' হচ্ছে ''ফিল ডি এইচ আর আর এ'' (ফিলিপিন্স পার্টনারশীপ ফর দ্য ডেভলপমেন্ট অফ হিউমান রিসোর্সেস ইন রুরাল এরিয়াস)র সমজাতীয় কর্মসূচী, সমস্ত বেসরকারী সংস্থার রাষ্ট্রীয় কর্মসূচীর সচিবালয়। পদ্ধতিগতভাবে এটা তৈরী করা হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী বিকাশের জন্য ও মানুষের ক্ষমতা বিকাশের জন্য। উচ্চভূমি, নিম্ন ভূমি এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলকে অধিকতর সুবিধাজনক করার জন্য ''ফিল ডি এইচ আর আর এ''র সদস্য দ্বারা নির্বাচিত সিয়াডের সমজাতীয় গোষ্ঠীর উন্নতি প্রকল্পে জোর দেওয়া হচ্ছে। মূল পরিকল্পনা দল হিসাবে একটি পৌরসঙ্ঘকে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং পৌরসঙ্ঘই সমজাতীয় অঞ্চল নির্বাচিত করে।

''ফিল ডি এইচ আর আর এ'' এর ''সিয়াড'' কার্য্যক্রমের অন্যতম বিশেষে অংশগুলি হলো অঞ্চলের একটি মোটামুটি রেখাচিত্র এবং পরিকল্পনা তৈরী করা, ক্ষমতার উন্নয়ন, সমন্বয় কর্মসূচীর গঠন, অংশীদারত্ব গঠন, গোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য সম্পদের সঠিক ব্যাবহার ও বিকাশ ও উৎপাদন ক্ষমতার বিকাশ। ''ফিল ডি এইচ আর আর এ'' দ্বারা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্য্যক্রম এবং এর সদস্যরা ''সিয়াড'' এর প্রকল্পকে কার্য্যকরী করতে সাহায্য করে। তৃণমূল স্তরে ''সিয়াড''এর এই প্রচেষ্টা একটি শিক্ষণীয় বিষয়।

প্রস্তাবিত স্থান

ব্যারোটাক ভিজো একটি তৃতীয় শ্রেণীর[৪] পৌরসঙ্ঘ, যা ইলো ইলো শহর থেকে উত্তরের দিকে দুই ঘন্টার গাড়ীপথ। এখানে উচ্চভূমি, নিম্ন ভূমি ও উপকূলবর্তী অঞ্চল আছে যা ''সিয়াড'' প্রকল্পের তিনরকমের ভূখণ্ডের উপর কাজ করার অভিজ্ঞতার জন্য দরকার। এটি আরো একটি প্রকল্পের (যার বিষয় হচ্ছে কৃষিকার্য্যের উন্নতির ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারী বিভাগের যোগদান) প্রস্তাবিত স্থান। ''পাটানম'' (দা প্যাগডুসো সাগ এগ্রিকালচরা সা টিনিগাব না অকিসন সাগ মা অর্গানাইজেশন সাগ ম্যানগুনগুমা) একটি গণসংগঠনের ফেডেরেশন, যে ''ফিল ডি এইচ আর আর এ''র সাহায্যে প্রকল্প পরিচালনা করছে। ''পাটানম'' একটি জন সংগঠন করেছে যা বিভিন্ন কাজকর্ম শুরু করতে উদ্যোগ নেয়। যেহেতু স্থানীয় সরকারী বিভাগ ও ''পাটানম'' এর মধ্যে আগেই মৌ (এম ও ইউ) সাক্ষরিত আছে, প্রকল্পের জন্য তাই ব্যারোটাক ভিজো একটি উপযুক্ত স্থান হিসাবে ধরা যেতে পারে।

ইনপোকানে সিয়াডের বর্হিগত পর্যবেক্ষমের সময় ম্যানুয়াল পাজন (বাঁদিকে)

বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি

ক্ষমতার গঠন পরিকল্পনার অঙ্গরূপে, ''সিয়াড'' এর দৃষ্টিভঙ্গির উপর ২০০২ এর নভেম্বরে ব্যারোটাক ভিজোর পৌরসভাগৃহে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ৩৫জন ওই সভায় অংশগ্রহণ করেছিল যার মধ্যে ছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা যেমন কৃষক, মৎসকৃষক, স্থানীয় লোক, বৃদ্ধ, মহিলা, জিপনি এবং রিক্সাচালকের প্রতিনিধিগণ। সভার শুরুতে প্রথমে প্রতিনিধিদের নিজেদের পরিচয় দিতে বলা হয় এবং সবাইকে নিজের প্রত্যাশার কথা (এই সভার বিষয় থেকে) লেখার জন্য কাগজ-কলম দেওয়া হয়েছিল। ''সিয়াড'' এর উপর বক্তৃতা দেন ''ফিল ডি এইচ আর আর এ''র কার্য্য সহযোজনকারী শ্রী জোসেফিন স্যাভারিস। প্রতিনিধিদের ''সিয়াড'' এর সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, ধারণা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানানো হয়।

৪. পৌরসঙ্ঘের অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাজন করা হয় তাদের বার্ষিক আয়ের পরিমান দেখে যেটা ২২-২৭ মিলয়ন পেসোর (US$৪২০,০০০-৫৪০,০০০) মধ্যে থাকে।

সাক্ষ্য

''সিয়াড'' এর প্রথম কাজ করার জায়গা, লিটির ইনপোকানে ১৯৯৪-২০০১ এ কাজের অভিজ্ঞতার কথা দেখানো হয়েছে ''আ টাউন স্পিক্স'' নামে একটি ভিডিও ডকুমেন্টারিতে। এই ডকুমেন্টারিতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জীবনধারণের উপর ''সিয়াড'' এর প্রভাবের সাক্ষ্য ফলাফল দেখা যায়। এখানে ম্যানুয়েল পাজন নামে এক মৎসজীবীর ঘটনা দেখানো হয়েছে যে প্রথমে মৎসজীবি সংস্থার এক সামান্য সদস্য ছিল এবং মৎসজীবি সংস্থার মিটিং এ সাধারত: চুপচাপই বসে থাকত। ''সিয়াড'' এর কার্য্যক্রমের প্রভাবে তার মধ্যে নেতৃত্বপূর্ণ গুণের বিকাশ হয় এবং সে তাদের সংগঠনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয় এবং সে স্থানীয় প্রশিক্ষক দলের সদস্যপদেও নিযুক্ত হয়েছে, যারা মৎসকৃষকদের গোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন সভা সমিতির আয়োজন করে। বর্তমানে সে ইনপোকান পৌরসঙ্ঘের কর্মী হিসাবে পৌরসঙ্ঘের অনান্য ব্যারাঙ্গের গোষ্ঠী উন্নয়নমূলক কাজকর্মে নিযুক্ত আছে।

অংশগ্রাহীভাবে স্থানীয় উন্নতির পরিকল্পনা

বিকেলের অধিবেশন শুরু হয়েছিল অংশগ্রাহীভাবে স্থানীয় উন্নতির পরিকল্পনার উপর বক্তৃতার মাধ্যম, একটি পরিকাঠামো যাহা একটি নির্দিষ্ট জায়গার উন্নতির সহায়ক। স্থানীয় সরকারী বিভাগ দ্বারা তৈরী ''কম্প্রিহেনসিভ ল্যাণ্ড ইউস প্ল্যান'' (সি এল ইউ পি) ইহার একটি উদাহরণ। যেহেতু ''সি এল ইউ পি'' আগেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল তাই প্রথম কাজের জায়গা ইনপোকানে ''সিয়াড'' কে গ্রহণ করাই ছিল ''ফিল ডি এইচ আর আর এ'' জন্য একটি প্রবেশ দ্বার। ভিডিও ডকুমেন্টারি ''দ্য বোল্ড স্টেপস্ টুওয়ার্ডস সাস্টেনেবল ইন্টিগ্রেটেড এরিয়া ডেভলপমেন্ট'' এ দেখানো হয়েছে ইনপোকানে অংশগ্রাহীভাবে স্থানীয় উন্নতির পরিকল্পনার বিভিন্ন কার্য্যক্রম। ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খরুপে কালক্রম অনুয়ায়ী ''ফিল ডি এইচ আর আর এ''র বিভিন্ন ঘটনাকে বর্ণনা করছে যার দ্বারা ইনপোকানের জন্য ৩০ বছরের ''সি এল ইউ পি'' তৈরী হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী স্থানীয় উন্নতির পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকারী বিভাগ, সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা ও গণসংগঠনগুলিকে নিয়ে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করার এবং বাস্তব প্রচেষ্টার এটা একটা জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

লোকাল সেক্টোরাল রিপ্রেসেনটেশন (এল এস আর)

শেষ কাজ ছিলো ''এল এস আর'' সম্বন্ধে আলোচনা: অংশগ্রাহীভাবে সরকারের গঠন সম্বন্ধে বাস্তবিকতা। সরকার দ্বারা ১৯৯১ এ ''এল এস আর'' চালু হয়। সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী কার্যসূচী না থাকার ফলে ইহা স্থানীয় স্তরে চালু করা যায় নি। অবশেষে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠতা এবং সেনেটের সদস্যরা এই বিলের পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং এই বিল তাড়াতাড়ি পাশ হবার জন্য বেসরকারী সংস্থার পক্ষ থেকে পুরো দেশ জুড়ে সাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চালানো হয়।

বক্তৃতার শেষ বাক্যে তিনি জোর দিয়েছেন তার এই বক্তব্যে যে সিয়াডের উদ্যোগের ফলে স্থানীয় সরকারী বিভাগের সহিত সহযোগী ভাবে কাজ করার গুরুত্ব বোঝা গিয়েছে কারণ পৌরসঙ্ঘের বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নতিমূলক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে সরকারী ভূমিকাই প্রধান।

পরবর্ত্তী কার্য্যপ্রণালীর অন্তর্গত, ২০০৩ এর মার্চ মাসে দুটি ''অংশগ্রাহী গ্রামীণ মূল্য নিরুপণ'' প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ২৬টি ব্যারঙ্গের প্রত্যেকটি থেকে ৫জন করে প্রতিনিধি নিয়ে দুই দলে বিভক্ত করে এই প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হয়েছিল। এখানে তারা ব্যারাঙ্গের জন্য সরকারীভাবে স্থানীয় গবেষকরূপে কাজ করেছিল। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল ব্যারাঙ্গের স্বাস্থ্যকর্মী, পুষ্টিবিষয়ক গবেষক এবং সেবাকেন্দ্রের অধিকর্তাগণ যারা সহজেই তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। বর্তমানে সব ব্যারাঙ্গে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। একবার এই কাজ হয়ে গেলে, ''পাটানাম'' একজন পরিসংখ্যানবিদ ভাড়া করে স্থানীয় গবেষকদের প্রশিক্ষিত করবে কি ভাবে এই সংগ্রহিত তথ্য দিয়ে কাজ করা যায়।

২০০৩ এর এপ্রিলে সেনেট বসার সময় দেশের সমস্ত গণসংগঠনের সভাপতিদের দ্বারা সাক্ষরিত ''কাজের জন্য ডাক'' প্রস্তাবটি সচিবদের কাছে পাঠানো হলো।

এলিজাবেথ এম গনজালেস স্ট্রীম ফিলিপিন্সের যোগাযোগ কেন্দ্রের প্রবন্ধক এবং তার সহিত যোগাযোগের ঠিকানা <streambfar-phil@skyinet.net>

''সিয়াডের সম্বন্ধে আরো বিশদভাবে জানতে হলে এবং ম্যানুয়েল পাজনের ''গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের গল্প'' আরো বিস্তারিত ভাবে জানতে চাইলে যোগাযোগ করুন জোসেফিন স্যাভারিসকে এই ঠিকানায় <philddvissect@pacific.net.ph>

দল গঠন, উৎপাদনে উন্নতি এবং সম্পদ রক্ষা করার প্রচেষ্টা

বি কে সহায়, কে পি সিং এবং এস এন পাণ্ডে

শুরু করা

নেহালুর অম্বরটোলিতে ১৯৯৬ থেকে ক্রিবকোর-পূর্ব[৫] কর্মসূচীর অন্তর্গত পুকুর পরিস্কার, আগাছার উন্মুলন এবং চুনের ব্যাবহার প্রভৃতি কার্যক্রম শুরু হয় এবং তারপর তা বিহার এবং এখন ঝাড়খণ্ডে এই কাজ চলছে। গ্রামের ১.৯৬ একরের যে পুকুরটি আছে (মারিয়া বাঁধ) যাতে সারাবছর জল থাকে তা ব্যাবহার করা হয় স্নান করার জন্য, পশুদের স্নান করানোর জন্য এবং সেচনের কাজে। ১৯৯৬ এর আগে এই পুকুরে কোন মাছচাষ হচ্ছিল না, তখন অম্বরটোলির কিছু উৎসাহী যুবক (স্বসাহায্যকারী দল), ৩৬টি বাড়ীর সদস্য সবাই মিলে একটি দল গঠন করে মাছচাষ করা শুরু করলো। তারা ক্রিবকো-পূর্ব থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ শুরু করলো এবং 'এস আর আই'[৬] থেকে জুনমাসে মাছের চারা (৩০ মিলিমিটার সাইজের ১০,০০০ চারাপোনা) কিনে পুকুরে ছাড়ালো। গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে একটি রুটিন তৈরী করলো এই প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ দেখাশুনার জন্য। দলের বিভিন্ন সদস্যদের উপর ভিন্ন-ভিন্ন দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হলো, যেমন মাছের খাবার দেবার দায়িত্ব, পাহারা এবং অনান্য পরিচালনা ব্যাবস্থার দায়িত্ব। গ্রামবাসীরা বালতি করে পুকুরে সার দিত, প্রায় ৬০-৭০ কেজি শুকনো গোবর সার দেওয়া হতো প্রত্যেক সপ্তাহে। এই প্রকল্পের টাকায় চুন, ধানের গুঁড়ো এবং সাবধানতামূলক উপায়ের জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক সামগ্রী কেনা হল। মাছের চারাপোনাদের হাপার ভিতর নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হতো এবং তারপরে তাদের পুকুরে ছাড়া হতো।

মাছচাষে দলের সফলতা

ফলাফল

১৯৯৬এ এই পুকুরের জল বহি:নিকাশের জন্য কোন পাকা পথ তৈরী করা ছিল না যার ফলে যতটা উৎপাদন আশা করা হয়েছিল ততটা ফল পাওয়া যায়নি। গ্রামবাসীরা মার্চ মাসে মাছ ধরেছিল এবং তার থেকে ৬,০০০ টাকা আমদানী হয়েছিল। সেই সময় তাদের কাছে কোন বড় জাল ছিল না এবং তারা প্রশিক্ষিতও ছিল না। তারা অন্য গ্রাম থেকে ২০০ টাকা ভাড়া দিয়ে জাল নিয়ে এসেছিল। ১৯৯৭ তে এই দল এই কাজ চালিয়ে যায় এবং ভারনোর স্থানীয় বাজার থেকে কিনে আরো দুই কিলো মাছের চারাপানা পুকুরে ছাড়ে। সেই বছর মাছের উৎপাদন অপেক্ষাকৃত ভালো হয়েছিল গত বছরের থেকে এবং মাছ বিক্রি করে ৯,০০০ টাকা আমদানী হয়েছিল ; কিছু অপেক্ষাকৃত বড় (বেশী বয়সের) মাছের ওজন ছিল ৩ থেকে ৩.৫ কিলোগ্রাম। এই বছর বিরসা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাল ধার নেওয়া হয়েছিল। পুকুরের বাইরে চলে আসা মাছেদের অটকানোর জন্য বাঁশের জাল দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু অত্যাধিক বৃষ্টির ফলে এই জালে কোন কাজ হয়নি। যার ফলে ১৯৯৬ এর মতো এই বছরও প্রচুর মাছ নষ্ট হওয়াতে মৎসকৃষকেরা সেরকম লাভের মুখ দেখতে পায়নি। এরপরেই তারা জল বহি:নিকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যাবস্থাপনার চিন্তাভাবনা শুরু করলো এবং একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলো। ১৯৯৮ এ জি. ভি. টি. (বর্তমান) প্রকল্পের সাহায্যে ৬০,০০০ টাকা খরচা করে জল নিকাশের ব্যাবস্থা তৈরী হলো। দলের সদস্যরা মজুর দিয়ে এই নির্মাণকাজে সাহায্য করেছিল। এই মজুররা শতকরা ৫০ প্রতিশত কম ভাড়ায় কাজ করেছিল।

এই সময়ের মধ্যে গোষ্ঠীর লোকেরা এবং জানকাররা প্রকল্পের বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণের সাহায্যে দক্ষ হয়ে উঠেছিল। দলের সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ১৮,০০০ টাকা (১২,০০০ টাকা ব্যাঙ্কে যার বার্ষিক সুদ ১২ প্রতিশত; ৬,০০০ টাকা ঋণ এবং সঞ্চয় প্রকল্প থেকে ৫ প্রতিশত হারে প্রতি মাসে)। গ্রামে টাকা ধার দেওয়ার দর ছিল ১০ প্রতিশত প্রতি মাস। মাছ বিক্রি করার ক্ষেত্রে, ৩০-৪০ কেজি উৎপাদনের মধ্যে বেশীর ভাগই তারা নিজেদের মধ্যে এবং কিছু বাইরের লোকেদের কাছে বিক্রি করে। মার্চ মাসে যখন মাছধরা হয়েছিল, তখন সেখানে এক বিশাল ভীড় জমা হয়েছিল, প্রথমে নিজেদের লোকেদের কাছে ৩০টাকা কেজি এবং প্রতিবেশীদের ৪০টাকা কেজি দরে বিক্রি করে এবং তারপরে বাইরের লোকেদের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল তবে অবশিষ্ট কিছুই বেঁচে ছিলনা।

৫. পূর্ব ভারত ক্রিবকো ডি এফ আই ডি দ্বারা বিত্ত সাহায্য প্রাপ্ত, বর্তমানে এটিকে গ্রামীণ বিকাশ ট্রাষ্ট অথবা জি ভি টি বলা হয়।
৬. ''এস আর আই''– সোসাইটি ফর রুরাল ইন্ডাস্ট্রীয়ালাইজেশন।

বিবাদ--এক ব্যাক্তিঃর বলপূর্বক দখল এবং গোষ্ঠী বিবাদ

১৯৯৮ তে যখন, পুকুরের জল বহি: নিকাশের জন্য পাকা পথ তৈরী হচ্ছিল, তখন এক ব্যক্তি জি.ভি.টি. বিহার রাজ্য সহযোজনকারীর কাছে গিয়ে অভিযোগ করলো যে এই পুকুর তার নিজস্ব সম্পত্তি সুতরাং এখানকার কাজ বন্ধ করতে হবে, এই ব্যক্তি আগে রাঁচীতে বসবাস করতো, এবং সার্ভে অফিসে কাজ করতো। সেই সময়, পুকুরের জল বহি:নিকাশের পথ তৈরীর কাজ প্রায় ৮০শতাংশ শেষ হয়ে গিয়েছিল।

বিবাদিত পুকুর—কার মালিকানা?

তখন প্রকল্পের কর্মকর্তারা এই ব্যক্তিকে অনুরোধ করলো যে গোষ্ঠীর লোকেদের সাথে এই বিবাদ আপোষে মিটিয়ে নিতে। ইতিমধ্যে প্রকল্পের কর্মকর্তারা অভিযোগকারী এই সম্পত্তির অধিকারী কিনা পরীক্ষা করার জন্য অভিযোগকারীর কাগজপত্র সার্কেল অফিসে পাঠালো এবং ক্রিবকো-পূর্ব কে তার উত্তর জানাতে অনুরোধ করলো। আবেদনকারী অভিযোগ সঠিক বলে গ্রাহ্য হলো না যেহেতু রেভিনিউ রেজিষ্টারে এই সম্পত্তির কোন রেকর্ড ছিল না। এবং তা ছাড়া এই সম্পত্তির রাজস্বকর ও নিয়মিত দেওয়া ছিল না যা জমির মালিকানার জন্য জরুরী ছিল। অভিযোগকারী নিজের সাথে আরো দুজন লোককে নিয়ে জি.ভি.টি. বিহারের রাজ্য সহযোজনকারী ও নেহালু গোষ্ঠীর কর্মকর্তাদের কাছে এসেছিল এই বিষয়ে আলোচনা করতে। অবশেষে, গোষ্ঠী উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে জল বহি:নিকাশের পথ তৈরীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল তা উঠিয়ে নেওয়া হলো এবং কাজটি সম্পূর্ণ হয়। ১৯৯৮ তে, রাঁচীর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই পুকুর পরিদর্শনে যায় এবং মাছচাষের উপর দলের কাজকর্ম দেখাশোনার পরে খুশী হয়ে সেখানে একটি হ্যাচারি তৈরীর জন্য ৬,০০,০০০ টাকা মঞ্জুর করে। যার প্রথম কিস্তির ১,০০,০০০ টাকা সেই বছরের শেষের দিকে পাওয়া গেছিল। তারা জায়গা পরিদর্শন করে হ্যাচারী বানানোর নকশা এবং সীমানা ঠিক করে।

এই পুকুরে মাছচাষের সফলতা এবং সরকারী সহযোগিতা দেখে অভিযোগকারী পুনরায় অভিযোগ করে। তখন ক্রিবকো-পূর্ব কর্মকতারা সার্কেল অফিসের কর্মকতাদের অনুরোধ করে যে জমি সংক্রান্ত মালিকানার ব্যাপারটি স্পষ্ট করে বিবাদিত পুকুর কার সম্পত্তি তা লিখিত ভাবে রাঁচীর ''এল আর ডি সি''র[৭] কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য। অভিযোগকারী কিছু গুণ্ডা ভাড়া করে মাছ নিয়ে যাবার চেষ্টাও করেছিল কিন্তু গ্রামবাসীরা জোট বেঁধে তার এই কাজে বাধা দেয়। তখন সে দলের কিছু সদস্যদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে এবং পুকুরের অধিকার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কোর্টে মামলা দাখিল করে।

১৯৭০ সালে, বিপুল পরিমানে সরকারী জমি বিভিন্ন লোকেদের মধ্যে ভাগ করে তাদের জমির মালিকানা দেওয়া হয়েছিল, যাহা ''পাটা বিতরণ'' নামে খ্যাত । এই জমির বিতরণ কোন প্রকৃত নিয়মকানুন মেনে হয় নি। অভিযোকারী যে কাগজ পেশ করেছিল তাহা ২৭ বছরের পুরানো এবং ''এল আর ডি সি'' তে তার কোন রেকর্ড ছিল না। কাগজ অনুযায়ী এটি একটি অনাবাদী জমি কিন্তু সার্কেল অফিসের রেকর্ড অনুযারী ওই জায়গায় একটি বড় বাঁধ ছিল যা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না। এই বাঁধের জন্য ব্লক অফিস থেকে টাকা দেওয়া হতো। ১৯৭০ সালে এটি সরকার দ্বারা নির্মিত হয়েছিল সুতরাং এটি সরকারী জমি। গ্রামবাসীরা মিটিং ডেকে পুকুর সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ পত্র জমা করেছিল।এই মামলা ''এল আর ডি সি'' কোর্টে যায়, সার্কেল অফিস থেকে গোষ্ঠীর পক্ষে সুপারিশ করা হয়। দলের লোকেরা সম্মিলিত ভাবে স্থানীয় বিধায়কের কাছে গিয়ে নিজেদের বক্তব্য পেশ করে। তিনি 'এল আর ডি সি' কে গ্রামবাসীদের পক্ষ নিয়ে বলেন যে, এই পুকুর সকল গ্রামবাসীর জন্য এবং এটি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না। ''এল আর ডি সি'' কোর্টে মামলাটির নিস্পত্তি হয়ে যায়। বর্তমানে, এই পুকুরের সমস্ত মালিকানা গোষ্ঠীর নামে এবং ২০০২ তে এই পুকুরে চাষের জন্য ৬ কেজি চারাপোনা ছাড়া হয়েছিল।

উপসংহার

এই দলটি সুসঙ্গতিপূর্ণ এবং নিজেদের ভিতরে ভালো বোঝাপড়া আছে। তারা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ও সমস্ত অসুবিধা দূর করার কৌশলও জানে। একদম শোচনীয় অবস্থায় তারা ভেবেছিল অন্য কোন পুকুরকে তৈরী করে তারা মাছচাষ শুরু করবে কিন্তু কিছুতেই তাদের এই দক্ষতাকে অপচয় হতে দেবে না।

শ্রী বি কে সহায়, ফিল্ড স্পেশালিষ্ট , ড: কে পি সিং, ফিল্ড স্পেশালিষ্ট অ্যাকুয়া কালচার (অবসর প্রাপ্ত) শ্রী এস এন পাণ্ডে, ফিল্ড স্পেশালিষ্ট মনিটরিং এবং ইভোলিউশন (প্রাক্তন) এবং সকলেই যুক্ত রাঁচী জি. ভী. টী. ঝাড়খণ্ডের সাথে। যোগাযোগের ঠিকানা <rch_gvteirfp@sancharnet.in>

৭. এল আর ডি সি— ল্যান্ড রিফর্ম ডেপুটি কালেক্টর, জেলাস্তরের জমিসংক্রান্ত মামলা দেখার জন্য সরকারী কর্মচারী।

পৌর কৃষিকাজ, জলের পুনঃব্যবহার এবং স্থানীয় অর্থনীতিঃ নাইজেরিয়ার অন্ডোপ্রদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে শিক্ষামূলক গবেষণা

এমি একেজবেজো স্যামসন

ভূমিকা এবং পদ্ধতি

বিশ্বের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ লোক বসবাস করে উপকূলবর্তী অঞ্চলে, আফ্রিকায় ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার ফলে আগামী শতাব্দীতে এই সংখ্যা প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে (ওডাডা, ২০০২)। অফ্রিকার সাহারার কিছু উপকূলর্তী জলাভূমি অঞ্চলে দ্রুত পরিবর্তন লক্ষণীয়, এখানকার ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার কারণ হচ্ছে অন্যান্য শহর ও গ্রাম থেকে আসা লোকজন, রাজনৈতিক উদ্বাস্তু, যার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ ও থাকার জায়গার জন্য প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে, এর সাথে পরিবেশ দূষণও বেড়েছে এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতির চাপ পড়ছে। (হ্যাটজিওলস এট অল, ১৯৯৪)

পৌর কৃষিকাজকে একটি শিল্প হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যা সাধারণত: শহরের ভিতরে অথবা শহরের পরিসীমার নিকটবর্তী অঞ্চলে করা হয়। পৌর কৃষিকাজে বিভিন্ন রকমের খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রীর উৎপাদন, তৈরী ও বন্টন করা হয়, এই কাজে লাগে সেইসব সামগ্রী ও সেবা যা ওই অঞ্চলের আশেপাশে পাওয়া যায় ও তার ফলস্বরূপ প্রধানত: ওই অঞ্চলেই উৎপাদিত দ্রব্য বন্টন করা হয় (মৌগেয়ট,২০০০)। বিশ্বের ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার সাথে জমি সম্পর্কিত সম্পদের অত্যাধিক ব্যবহার বেড়েছে এবং নতুন প্রযুক্তিগত বিদ্যার বিকাশের সাথে বিভিন্ন বিবাদিত জিনিষের জন্য যেমন খাদ্য, জঞ্জাল দূরীকরণ, পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা, খনিজ উত্তোলন, বিনোদন প্রভৃতির জন্য উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির উপর নির্ভরশীলতা বেড়েছে।

এই প্রচ্ছদকাহিনীতে দেখা হয়েছে, উপকূলবর্তী অঞ্চলে পৌর কৃষিকাজের প্রভাব এবং গবেষণার অঞ্চলে জলের ব্যবহার এবং পুনঃব্যবহারের বাস্তবিকতা। আন্ডোপ্রদেশের উপকূলবর্তী জলাভূমি অঞ্চলের উপর গবেষণা করা হয়েছে—যার পূর্বদিকে ইডো প্রদেশের বেনিন নদী, পশ্চিমে আছে ওগান প্রদেশের তটরেখা এবং উত্তরে আছে ওকিটিপুপা এবং ইরলের স্থানীয় সরকারী অঞ্চল। ইহা নাইজেরিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম তটরেখার সমান্তরালে অবস্থিত, যার বিশেষত্ব হচ্ছে লেগুনের আধিক্য এবং একটি নদীমুখস্থিত ব-দ্বীপ। এটি ৪-৬° উত্তর অক্ষাংশে স্থিত এবং নাইজেরিয়ার ৮৫৩ কি:মি: লম্বা তটরেখার একটি অংশ।

পৌর কৃষিকাজের বিভিন্ন কাজকর্মের নিরীক্ষণের জন্য লোকেদের সাথে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হতো এবং বিভিন্ন মিটিংএ (জুলাই-ডিসেম্বর ২০০২) মৎসজীবী ও কৃষকদের মধ্যে তৈরী প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হত। কৃষকদের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরের ভিত্তিতে পৌর কৃষিকাজের সাথে জড়িত কাজকর্মকে ভালোভাবে বোঝা যেত। জলের ব্যবহার এবং পুন:ব্যবহারের অসুবিধার দিকটাও বিবেচনা করা হয়েছিল। নির্বাচিত গ্রামগুলির বিভিন্ন জায়গা ঘুরে জলের (মান, পরিমাণ এবং দূষণ) পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং বিভিন্ন গ্রামের জলের নমুনা গবেষণাগারেও পরীক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছিল। সঠিকমানের জল পাওয়ার সম্ভাবনার সুযোগও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল।

ফলাফল

লোকজন ও তাদের জীবিকা

জাতিগতভাবে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধানত: তিনভাবে ভাগ করা হয় : ইলাজেস, যারা জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, এবং ইজো এরোগবাস ও ইজো এপোইস, যারা ইরুবা ভাষায় কথা বলে। দুই ইজো গোষ্ঠী মিলিয়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যার অধিকারী। এরা প্রধানত: সবাই মৎসজীবী এবং খুবই নগন্যসংখ্যক লোকই অন্য জীবিকায় জড়িত। অন্যান্য স্থানীয় শিল্পের মধ্যে আছে মদ তৈরী করা, লোহা গলানো, জাল তৈরী করা এবং নৌকা তৈরী করা। পেশাগতরূপে এখানে কৃষি, ব্যবসা ও জল পরিবহণের কাজ করা হয়।

পৌরকৃষিকাজের উপকারিতা

মানুষ এবং পরিবেশ উভয়ের ক্ষেত্রেই পৌর কৃষিকাজের উপকারিতা প্রচুর।

- যেইসব অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহের অপেক্ষা চহিদা অধিক, সেইসব অঞ্চলে পৌর কৃষিকাজ করা সম্ভব নয়। ইগবোকোডা, আটিজেরে, ইগবোবিনি এবং মাহিনের মতন ''পোর্ট টাউন'' অঞ্চল থেকে যে মাছ পাওয়া

যায়, মৎসজীবীদের সেই উৎপাদনের উপর নির্ভর করতে হয়। মাছ ধরে যা আমদনী হয় তার ৫০-৭৫ শতাংশ খরচা হয় ঘরের অন্যান্য কাজের খরচার জন্য।

- যেইসব অঞ্চলে পৌরকৃষিকাজ হয় সেইখানে স্থানীয় শাকসব্জির দাম অপেক্ষাকৃত কম হয় সেইসব অঞ্চল থেকে যেখানে পৌরকৃষিকাজ হয় না।
- নিজেদের উৎপাদিত পুষ্টিকর শাকসব্জি সাধ্যের মধ্যে থাকে কিন্তু এটাই যদি বাইরের থেকে কিনতে হয় তাহলে তা নিম্নবিত্তদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।
- উপকূলবর্তী অঞ্চলে গোষ্ঠী উন্নয়নেও পৌরকৃষিকাজের প্রভাব দেখা যায় যেমন আয়েটোরো, আজিগানলে, ইডিয়োগবা এবং মাহিন। কৃষক এবং মৎসজীবীরা এখানকার যুবক এবং সদ্য উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ছাত্রদের কৃষি এবং মৎসজীবিকার কাজে নিযুক্ত করে যা সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের দৃষ্টান্ত। এই নবনিযুক্তরা জলের ব্যবস্থা, বাগান, বাৎসরিক ফসল যেমন আনারস, ভুট্টা, ভেন্ডি, তরমুজ ও অর্কিড বাগানের রক্ষনাবেক্ষণ এবং কৃষিকাজ প্রভৃতি কাজকর্ম করে। এই কাজে সরাসরি গ্রাহকদের কাছে বিক্রির ব্যবস্থাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
- পৌরকৃষিকার্যে স্ত্রীলোকদের অংশগ্রহণের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, এবং তারা উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরের সহিত জড়িত যেমন সেচন, ফসল কাটা এবং বিক্রি ইত্যাদি।
- অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে পৌরকৃষিকাজের তুলনায় মৎসজীবীকায় প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ বেশী লাভ হয়। তবুও মৎসজীবীরা খাদ্যের জন্য সংযুক্তভাবে মাছচাষ এবং পৌরকৃষিকাজ করতে চায় (যার ফলে পরিবারের জন্য বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্যের জোগান দেওয়া সহজ হবে)।

জলের ব্যবহার

উপকুলবর্তী অঞ্চলে পানীয় জল ও ঘরের নিত্য কাজকর্মের জন্য যে জল ব্যবহৃত হয় তা পাওয়া যেত বৃষ্টি, কুঁয়া অথবা নলকূপ ; এবং ঝরণা, নদীর ও খালের জল থেকে। মাহিন, ইডিয়োগবা, আজিগানলে, আগবোনলা, কিরিবি এবং গোবোলোয়ো অঞ্চলে ঘরের কাজকর্মের জন্য ব্যবহৃত জলের ৮০ শতাংশ পাওয়া যায় ঝরণা,নদী ও খালের জল থেকে। গবেষণারত উপকূলবর্তী শহরগুলিতে দেখা যায় যে কৃষিকার্যের জন্য জল প্রধানত নেওয়া হয় নদী এবং খাল থেকে। পৌর এবং গ্রাম্য কৃষিকাজে ''যে কোন ধরণের জল'' কাজে লাগানো যায়। বেশীরভাগ উপকূলবর্তী শহরেই, শতকরা ৭৫ভাগ ধানের ক্ষেত সেচনের জন্য যে জল ব্যবহৃত হয় তা সরাসরি পাওয়া যায় ঝরণা থেকে। শতকরা ৯০ ভাগ পরীক্ষীত জায়গায় যে জল ব্যবহার করা হয় তা সরাসরি জলের উৎসস্থল থেকেই নেওয়া এবং তা বিনা পরিশোধিত অবস্থায় থাকে। যার ফলে ডাইরিয়া, টাইফয়েড এবং বিভিন্নরকমের জল বাহিত অসুখ-বিসুখ দেখা যায়। এই নিম্নমানের জল পুন:ব্যবহার করা হয় মানুষের নিত্যব্যবহারের জন্য, পশুপাখিদের জন্য এবং কৃষিকাজে।

উপসংহার

এই গবেষণারত অঞ্চলে ক্রমাগতভাবে খারাপ হতে থাকা জলের গুণমান, শৌচাগার এবং স্বাস্থ্যের সমস্যা সাধারণ ভাবেই দৃশ্যগত। শৌচাগারের অভাব এবং যথাযথভাবে জঞ্জাল সাফাই না হবার ফলে উপরের স্তরের জল এবং নীচু অঞ্চলের জল খুব সহজেই সংক্রামিত হয়। গ্রামাঞ্চলে প্রায় শতকরা ২৫ ভাগের কম লোক শুদ্ধ পানীয় জল পান করে। এই সব অঞ্চলে জলের সমস্যাই এক বিরাট প্রভাব ফেলে কর্মরত প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাস্থ্যের উপর এবং শিশুদের জীবনরক্ষার উপর।

যে বই অথবা বইয়ের অংশ উল্লেখ করা হয়েছেঃ-

হ্যাটজিওলাস, এম, লানদিন, সি জি এন্ড অ্যাম, এ ১৯৯৪ আফ্রিকা : এ ফ্রেমওয়ার্ক ফর ইনিটিগ্রেটেড কোষ্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট। অফ্রিকা এনভায়রনমেন্টালি সাষ্টেনেবল ডেভলপমেন্ট ডিভিশন, দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক।

মৌগেয়ট, এল জে এ ২০০০ আরবান এগ্রিকালচার ঃ ডেফিনিশন্স, প্রোসেন্স, পোটেনশিয়ালস্ এন্ড রিস্কস্। ইন বাকের, এন এট অল (ইডস্), গ্রোয়িং সিটিজ্, গ্রোয়িং ফুডঃ আরবান এগ্রিকালচার অন দা পলিসি এডেন্ডা। এ রিডার অন আরবান এগ্রিকালচার (পৃষ্ঠা ১-৪২)। প্রসিডিং অফ এ ওয়ার্কশপ অর্গানাইজড বাই জি টি জেড, সি টি এ, এ সি পি এ, এস আই ডি এ অ্যান্ড ডি এস ই। হাভানা, কিউবা, অক্টোবর ১৯৯৯।

ওডাডা, ই ও ২০০২ দ্য ইমপ্যাক্ট অফ হিউম্যান এ্যক্টিভিটিজ অন আফ্রিকাস্ কোষ্টাল এন্ড ম্যারাইন এরিয়াস এন্ড দ্য ইমপ্লিকেশন ফর সাষ্টেনেবেল ডেভলপমেন্ট। এন আর্থারটন, আর এস এট অল (ইডস), আফ্রিকান বেসিনস্ ঃ এল ও আই সি জেড গ্লোবাল চেঞ্জ অ্যাসেসমেন্ট এন্ড সিন্থেসিস অফ রিভার ক্যাচমেন্ট-কোষ্টাল সী ইন্টারঅ্যাকশন অ্যান্ড হিউম্যান ডায়মেনশনস্ (পৃষ্ঠা ৭১-৮০)। এল ও আই সি জেড রিপোর্টস অ্যান্ড স্টাডিজস্ ন: ২৫।

এমি একেজবেজো স্যামসন যুক্ত আছে নাইজেরিয়ার এবিওকুটার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ এ্যাকুয়া কালচার এন্ড ফিসারিজ্ ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সাথে এবং তার যেগাযোগের ঠিকানা <samsons56@yahoo.co.uk>

জীবিকা নির্বাহণ বিশ্লেষণ- ''অংশগ্রাহী গ্রামীণ মূল্য নিরুপণ'' ব্যবহারের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা

ফাম মিন তাম এবং ট্রিং কুয়াঙ্গ তু

ভূমিকা

''অংশগ্রাহী গ্রামীণ মূল্য নিরুপণ'', যা গবেষণা ও অনুশীলনের সমন্বয়, বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্য্যক্রমের অবস্থান ও প্রভাব জানার জন্য প্রয়োজনীয়। ''অংশগ্রাহী গ্রামীণ মূল্য নিরুপণ'' সাধারণত: কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ যাতে গোষ্ঠীর লোকেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। লোকেদের সাথে কথা-বার্তার মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থার নির্ধারণ করাই হচ্ছে ''অংশগ্রাহী গ্রামীণ মূল্য নিরুপণ'' এর বৈশিষ্ট্য। যদিও ''অংশগ্রাহী গ্রমীণ মূল্য নিরুপণ'' এর ব্যবহারের কিছু ঘটনায়, কাঙ্খিত ফল পাওয়া যায়নি কারণ আমরা এখনও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি।

তাই আমরা, ইউ এন ডি পি থেকে বিত্তসাহায্য প্রাপ্ত প্রকল্প ''ভিয়েতনামের উত্তরের উঁচুভূমির গরীবদের জন্য দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা নির্বাহণের বিশ্লেষণ'' (ইউ এন ডি পি, ২০০১) এবং ডি এফ আই ডি-র দ্বারা বিত্তসাহায্য প্রাপ্ত জীবিকা নির্বাহণ বিশ্লেষণের কাজ (এ আর এম পি, তারিখবিহীন, ডি আই এফ ডি, ২০০০) থেকে পাওয়া কিছু অভিজ্ঞতাকে সবাইকে জানাতে চাই।

জীবিকা নির্বাহণ বিশ্লেষণের পদ্ধতি

বিশেষত: দারিদ্র এবং পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির অবস্থানের উপর আমরা বিভিন্ন জেলা, গ্রাম, পরগণায় সংযুক্তভাবে ''অংশগ্রাহী গ্রামীণ মূল্য নিরুপণ'' এবং দ্বিতীয় স্তরের তথ্য সংগ্রহ করেছি। আমরা ঘরে ঘরে গিয়ে চাষের অবস্থা, পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং দারিদ্রের অবস্থা সম্বন্ধে জেনেছি এবং জীবনে উন্নতি করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছি। যেমন আমরা মাছচাষের সাথে অন্যান্য ফসলের চাষবাসের তুলনা করে দেখালাম–খরচার দিক থেকে, লাভের দিক থেকে, দারিদ্রতার দিক থেকে–যাতে তারা মাছচাষ করবে কি বন্ধ করে দেবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রধান তথ্য সংগ্রহের উপায় ছিল ঘরে ঘরে গিয়ে স্ত্রী এবং পুরুষের সাথে সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা এবং একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রের উপর গোষ্ঠীর লোকেদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যম। গ্রামের মধ্যের বিভিন্ন বাড়ীগুলিকে একটি অথবা তার বেশী শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে তাদের সংস্কার, আয়, জীবিকা, শিক্ষার ভিত্তিতে অথবা অন্যান্য ভিত্তিতে যেমন দারিদ্র এবং ''একটু ভাল অবস্থার'' পরিবার।

প্রাপ্তশিক্ষা

''অংশগ্রাহী গ্রামীণ মূল্য নিরুপণ'' পদ্ধতির ব্যবহার–

''অংশগ্রাহী গ্রামীণ মূল্য নিরুপণ'' পদ্ধতির ব্যবহারের সময় কিছু শিক্ষণীয় বস্তু–

- আমরা যে সব তথ্য জানতে চাইছিলাম এবং সে সব তথ্য পেলাম তার একটি তুলনামূলক সূচী তৈরী করা উচিত, তৈরী প্রশ্নপত্র এবং প্রযুক্তিগত শব্দের বেশী ব্যবহার করা উচিত নয়। অনেক সময় এমন কিছু সমস্যা থাকে যা আমরা চোখে দেখিনা বা চিন্তাও করতে পারি না। সবসময়ে নিজেদের পর্যবেক্ষণের সাথে জড়িত প্রশ্ন করা উচিত–কি, কোথায়, কেন, কে, কখন, কিভাবে–ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারের দ্বারা।
- যেইসব প্রশ্নের উত্তর একটি শব্দের উপর নির্ভর করে, সেইসব প্রশ্নের বদলে বিস্তারিত উত্তর পাওয়া যাবে এমন সব প্রশ্ন করা উচিত, যার দ্বারা অনেক বেশী তথ্য পাওয়া যায়। যা তথ্য পাওয়া গেছে তা বিভিন্ন লোকেদের থেকে এবং বিভিন্ন সাহায্য থেকে পুনরায় মিলিয়ে নিয়ে তথ্যের বৈধতা যাচাই করে নেওয়া উচিত।
- প্রথমে সম্পদের মানচিত্র দেখে কথাবার্তা বলার সাথে সাথে গ্রামটি ঘুরে পরিদর্শন করে নেওয়া ভালো তার ফলে প্রধান সাক্ষাৎকারী ব্যক্তির সাথে কথা বলতে বলতে স্থান পরিদর্শন হয়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ যা মনে প্রশ্ন আসে তার উত্তরও পাওয়া যায়, যা অফিসের পরিবেশে বসে সম্ভব নাও হতে পারে।

কার্যক্ষেত্রে তথ্য নথিবদ্ধ করা

এটা দরকারী যে কার্যক্ষেত্রেই তথ্য নথিবদ্ধ করে নেওয়া, যখন দলের সবাই একসাথে কাজ করছে, তথ্য নথিবদ্ধ করতে সুবিধা হয় যদি এটা দিনপঞ্জীর মত করে লেখা হয় এবং ''অংশগ্রাহী গ্রামীণ মূল্য নিরুপণ'' করে যে গ্রামের ছবি পাওয়া গেছে তা সংক্ষিপ্ত সারাংশে লিখে নিতে হয়।

ডায়েরী এবং সংক্ষিপ্ত মন্তব্য

একটি ব্যক্তিগত ডায়েরীতে নিজের কথা, অন্য ব্যক্তির সাথে কি কথা হলো তা লিখে রাখলে আগামীবার কাজ করতে সুবিধা হয়। সমস্যাটি কোথায়? তার প্রতিকার কি? প্রতিকারের জন্য কে সাহায্য করতে পারবে? কোন ভুলের প্রতিকার চিন্তা করা উচিত? এখান থেকে আমরা কি শিখলাম? ইত্যাদি।

গরীব মানুষদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

সাধারণত: এটাই দেখা যায় যে গরীব লোকেরা গোষ্ঠীর কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারে না কারণ–

- হয়তো তাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব বা তারা অংশগ্রহণ করতে ভয় পায়, তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহবান থাকে ও ভাবে যে সরকারী নীতি এবং কার্যক্রম সম্বন্ধে তার ঠিকমতন কিছু জানেনা।
- অনুসন্ধানকারী দল সাধারণত: ''একটু ভালো ঘরের'' লোকেদের নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করে কারণ তাদের সাথে কাজ করা সোজা, এবং আমরাও আমাদের কাজের ফলাফল ভালো দেখাতে চাই-যখন আমাদের কাজের মূল লক্ষ্য থাকে– গরীব লোকেদের সাথে কাজ করা।

সমাজের গরীব লোকেরাও যাতে গোষ্ঠীর কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারে, নিজেদের কথা বলার সুযোগ পায়, সেইদিকে আমাদের লক্ষ্য দেওয়া উচিত।

মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

মহিলাদের কাছে সাধারণত: কম সুযোগ থাকে বিভিন্ন গোষ্ঠী উন্নয়ণমূলক কাজকর্মে অংশগ্রহণের জন্য, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মহিলারা সামাজিক এবং উন্নতির কাজকর্মে সর্বদাই অবহেলিত থাকে। ''অংশগ্রাহী গ্রামীণ মূল্য নিরুপণ'' ব্যবস্থায় মহিলাদের অংশগ্রহণ একটি জরুরী বিষয় কারণ–

- তাদের চাহিদা ও জরুরী বিষয়গুলি পুরুষদের থেকে আলাদা ও পরিবারকেন্দ্রিক। আমাদের স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের সাথেই কথা বলা উচিত।
- মহিলারা উন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষত: মাছচাষের ক্ষেত্রে যা ঘরের কাছেই করা যায়।

উপসংহার

অনুশীলনরূপে ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সাথে গবেষণার কাজ হলো ''অংশগ্রাহী গ্রামীণ মূল্য নিরুপণ''। এর জন্য দক্ষ সংগঠক এবং সাক্ষাৎগ্রহণকারীর প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে গ্রাম্য এবং পাহাড়ী অঞ্চলে ''অংশগ্রাহী গ্রামীণ মূল্য নিরুপণ'' করার সময় আমাদের ব্যবহারিক ভাষা ও বাস্তবিকতার জ্ঞান থাকা প্রয়োজনীয়। ''অংশগ্রাহী গ্রামীণ মূল্য নিরুপণ'' করার সাথে আমরা অন্যান্য পদ্ধতির ব্যবহার করতে পারি যেমন প্রশ্নপত্র, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি যার ফলে আমরা আরো অনেক ভালো ফলাফলের আশা করতে পারি।

যে বই অথবা বইয়ের অংশ উল্লেখ করা হয়েছে--

''এ আর এম পি'' (তারিখবিহীন) পভার্টি অ্যান্ড অ্যাকুয়াটিক রিসোর্সেস ইন ভিয়েতনাম : অ্যান অ্যাসেসমেন্ট অফ দা রোল অ্যান্ড পোটেনশিয়াল অফ অ্যাকুয়াটিক রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইন পুত্তর পিপলস লাইভলিহুড। ব্যাঙ্কক: অ্যাকুয়াটিক রিসোর্সে ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম, নেটওয়ার্ক অফ অ্যাকুয়াকালচার সেন্টরস ইন এশিয়া প্যাশিফিক এন্ড ডি এফ আই ডি সাউথ ইষ্ট এশিয়া।

ডি এফ আই ডি ২০০০ সাষ্টেইনএবল লাইভলিহুডস্ গাইডেন্স সীটস্। লন্ডন: ডিপার্টিমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট।

ইউ এন ডি পি ২০০১ এনালিসিস অফ সাষ্টেইনএবল লাইভলিহুডস্ অফ দা পুত্তর ইন নর্দান আপল্যানড্স অফ ভিয়েতনাম। প্রজেক্ট ভি আই ই/৯৮/০০৯/০৬/ এন ই এক্স। ইউনাইটেড নেশন ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম।

ফাম মিন তাম এবং ট্রিং কুয়াঙ্গ তু ভিয়েতনামের হানয়ের নিকট বাকনিনের রিসার্চ ইন্সটিটিউট ফর অ্যাকুয়াকালচার ন: ১ এর ডিপার্টমেন্ট অফ এক্সাটেনশনে কাজ করে, তাদের যোগাযোগের ঠিকানা <mihhtam 1977@yahoo.com>and <vipavadi2@yahoo.com>or<ria1@hn.vnn.vn>

দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা নির্বাহণের জন্য মাছচাষের উন্নতির দ্বারা দ:পূ:ভিয়েতনামে দারিদ্রতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা

নুয়েন ভেন তু এবং নুয়েন মিন ডাক

দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা নির্বাহণের জন্য ''এ আই টি-এ ও পি''র একটি চেষ্টা

এশিয়ান ইনস্টিচিউট অফ টেকনোলোজি অ্যাকুয়া আউটরিচ প্রোগ্রাম (এ আই টি-এ ও পি)এর ''সিডা''র বিত্ত সাহায্যপ্রাপ্ত ''জলীয় সম্পদের পরিচালনার দ্বারা গ্রামীণ বিকাশ প্রকল্প'' দ: পূ: ভিয়েতনামের রাজ্যগুলিতে ১৯৯৪ সাল থেকে রূপায়ণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে জলীয় সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী পরিচালনার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের গরীব থেকে গরীবতর লোকেদের জীবিকার উন্নতি করা। বিভিন্ন কার্য্যক্রম যেমন কার্য্যক্ষেত্রে মাছচাষের প্রচেষ্টা এবং প্রাদেশিক কৃষি বিকাশকেন্দ্রের ক্ষমতার বৃদ্ধি, ছোট পরিমাণে মাছচাষ করা ইত্যাদি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গরীবদের আয়বৃদ্ধিতে এইসবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

এই প্রকল্পের অর্ন্তগত ''দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা বিশ্লেষণ'' করার উদ্দেশ্য হলো–

- গবেষণারত জায়গার উৎপাদনের পরিস্থিতি, গরীব কৃষক এবং মৎসজীবীদের জীবনযাত্রার মান এবং জীবিকার সম্পত্তির বিশ্লেষণ করা।
- গরীব কৃষক ও মৎসজীবীদের প্রধান কাজ ও রোজগারের মূল উপায় কি তা খতিয়ে দেখা এবং কি করলে তাদের দারিদ্রতা দূর হবে সেই বিষয়ে নজর দেওয়া।
- সংস্থা, নীতি ও কারণ যা গরীব লোকদের উন্নতির ক্ষেত্রে সহায়ক, সেই সম্বন্ধে জানা এবং এমন একটি পদ্ধতি তৈরীর জন্য স্থানীয় সরকার ও এইসব কাজে যুক্ত সংস্থাকে সাহায্য করা, যাতে জলীয় সম্পদের ব্যাবহারের দ্বারা ক্ষুধা এবং দারিদ্রতা দূর করা যাবে।
- জলীয় সম্পদের আরো ভালোভাবে ব্যাবহারের দ্বারা গরীব লোকেদের উন্নত জীবনযাত্রার পরিকল্পনার কাজের জন্য মৌলিক তথ্য সংগ্রহ করা।

রূপায়ণ

''দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা বিশ্লেষণ'' প্রক্রিয়াকে রূপায়িত করার জন্য ''এ আই টি–এ ও পি''র সদস্যগণ স্থানীয় সংস্থা ও এজেন্সি যেমন– কৃষি এবং গ্রামীণ বিকাশ দপ্তর ও কৃষি বিকাশ কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের সাথে গ্রামে গ্রামে ''শীঘ্র গ্রামীণ মূল্য-নিরুপণ'' করা শুরু করলো। নিরীক্ষণকারী দল প্রস্তাব দেয় নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলিকে কাজের জন্য নির্বাচিত করতে- তে নিন প্রদেশের ছাউ থান জেলার হো তান অঞ্চল, বিন ফুওক প্রদেশের ফুওক লঙ্গ জেলার লঙ্গ হা অঞ্চল, এবং ডোঙ্গ নাই প্রদেশের তান ফু জেলার থান সোন অঞ্চল। এই অঞ্চলগুলি গরীব কিন্তু জলীয় সম্পদের বিকাশের জন্য পর্য্যাপ্ত সম্ভাবনা আছে।

নিরীক্ষণ শুরু করার আগে, ''এ আই টি–এ ও পি''র স্থানীয় কর্মচারীদের ''দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা''র সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। তারপরে বিভিন্নদলের লোকেদের নিয়ে একটি দল গঠন করা হলো যাতে কৃষি এবং গ্রামীণ বিকাশ দপ্তর, কৃষি বিকাশ কেন্দ্র, জেলার কৃষি এবং অর্থনৈতিক দপ্তর, অঞ্চলের গণ সংগঠন, কৃষকদের দল এবং অন্যান্য সমজাতীয় দলের কর্মকর্তাদের নেওয়া হয়েছিল। ২০০২এর ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত এই তিনটি অঞ্চলে ''দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা বিশ্লেষণ'' করা হয়। ''দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা বিশ্লেষণ''এর পরিকাঠামোর ভিত্তিতে ''অংশগ্রাহী গ্রামীণ মূল্য নিরুপণ'' পদ্ধতির প্রয়োগে সম্পদ, নীতি, সংস্থা এবং কার্য্যক্রম যা জীবিকাকে প্রভাবিত করছে সেইসব বিশ্লেষণ করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন অসুবিধা, সমস্যা এবং জলীয় সম্পদের উপযোগিতা সম্বন্ধেও তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়।

কিছু প্রাপ্তি

নিরীক্ষণ অঞ্চলের গরীব লোকেদের চাষের জমি, পুঁজি ও প্রযুক্তিগত বিদ্যার অভাব আছে এবং প্রায়শই তারা খারাপ আবহাওয়া এবং রোগের কবলে পড়ে। তারা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগের দরকারী মূলধনের জোগাড় করতে পারে না, এমনকি গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক থেকেও টাকা জোগাড় করতে পারে না।

প্রত্যেকটি গরীব ঘরের নিজস্ব সমস্যা আছে, সুতরাং ক্ষুধা এবং দারিদ্রতা দূরীকরণ প্রকল্প এমন হওয়া উচিত যা এইসব ঘরের সমস্যার সমাধান করতে পারবে। যে কোন কার্য্যক্রমই এমন হওয়া উচিত যা শুধু লোকেদের জীবিকা নির্বাহণের কাজেই প্রভাব ফেলবে তা নয় বরং নীতির জন্যও সাহায্যকারী হবে যেমন ঋণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, যার ফলে গরীব লোকেরাও নিজেদের লাভ বুঝতে পারছে।

গরীব লোকেদের আয়ের প্রধান উপায় হচ্ছে কৃষিকাজ, মাছচাষ ও পশুপালন এবং তারপরে তারা বাইরে ভাড়ায় মজুরের কাজ করতে যায়। তারা জানে তাদের স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার জানা বা করা জরুরী—যেমন শ্রম, চাষের জমি এবং বিকাশের কার্য্যক্রম থেকে প্রযুক্তিগতবিদ্যার শিক্ষা—মাছচাষকে অতিরিক্ত আয়ের সম্বল করার জন্য প্রয়োজনীয়। গরীব মৎকৃষকদের প্রধান রোজগারের উপায় হল নদী নালা থেকে পাওয়া মাছ। যখন নদী নালা শুকিয়ে যায় তখন তাদের কৃষিকাজ বা অন্যের জমিতে ভাড়াটে মজুরের কাজ করতে হয়। সুতরাং তাদের দীর্ঘস্থায়ীভাবে মাছচাষ করার জন্য একটি কার্য্যকারী পদ্ধতির দরকার।

গরীব লোকেদের একসাথে হয়ে দল গঠন করা দরকার যাতে নিজেদের মধ্যে তথ্য ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের ফলে নিজেদের সমস্যা এবং অসুবিধার কথা তারা বুঝতে পারবে এবং সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে পাবে এবং গোষ্ঠী ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারবে। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে এইসব দলের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার, বিকাশকেন্দ্র এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রতা দূরীকরণ কমিটির লোকেরা আরো ভালোভাবে গরীবদের সাহায্য করতে পারবে।

সাহায্যকারী কাজকর্ম

মাছচাষের জন্য কৃষক বিদ্যালয়

''দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা বিশ্লেষণ''এর পদ্ধতিতে বোঝা যায় যে কৃষকেরা মাছচাষকে উপার্জন বৃদ্ধির উপায় হিসাবে মনে করছে। কৃষকদের দরকারের ভিত্তিতে মাছচাষের জন্য বিদ্যালয় খোলার জন্য তিনটি প্রদেশের কৃষি বিকাশকেন্দ্র থেকে ''এ আই টি-এ ও পি''র কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে। এটি একটি উন্নতির উপায় যা কৃষকদের জন্য এবং কৃষকদের দ্বারাই পরিচালিত, কৃষক বিদ্যালয় স্থাপিত হলে কৃষকরা নিজেদের অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের সুযোগ পাবে এবং মাছচাষের জন্য উন্নত প্রযুক্তিগত বিদ্যাও শিখতে পারবে। কৃষক বিদ্যালয়ে কৃষকরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষা পাবে যেমন খরচা ও লাভের পরিমাণ নির্ণয়, পরীক্ষাগতভাবে মাছচাষ করা, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। কৃষক বিদ্যালয়ের ফলে লোকেরা আরো ভালোভাবে জানতে পারবে যে জীবিকার উন্নয়নে জলীয় সম্পদের ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষক বিদ্যালয়, লোকেদের নিজেদের সমাজ ও ঘরের বিকাশের পরিকল্পনায় সক্রিয়ভাবে যোগদান করতে সাহায্য করে।

মৎস ও জলীয় সম্পদের রক্ষণের জন্য দল

খাদ্য এবং আয়ের জন্য, লঙ্গ হা অঞ্চলের কৃষক এবং মৎষকৃষকেরা নির্ভর করে জলাশয়ের উপর এবং হোআ থান অঞ্চলের লোকেরা নির্ভর করে পূর্ব ভাম নদীর সহকারী খাল-বিলের উপর। জলীয় সম্পদের রক্ষার জন্য আরো প্রভাবকারী গোষ্ঠীগত পদ্ধতির জরুরী দরকারকে বুঝতে পেরে আঞ্চলিক সরকার, কৃষক এবং মৎসকৃষকেরা মিলে একটি দল তৈরী করলো—যার কাজ হলো মৎস এবং জলীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ। মাছ ধরার উপর তারা আইন বানালো এবং প্রত্যেক মাসে মিটিং এর আয়োজন করলো। সদস্যরা মিলে ঠিক করলো বর্ষাকালে মাছেদের প্রজননের জায়গায় মাছ ধরা বন্ধ করতে হবে। দলগত কাজের ফলে অবৈধ মাছের কারবার কমলো। মাছের ভাণ্ডার বাড়ানোর জন্য, বিন ফুওক প্রদেশের কৃষি এবং গ্রামীণ বিকাশ দপ্তরের সাহায্যে জলাশয়ে ৮০ কেজি চারাপোনা ছাড়া হলো। তে নিন প্রদেশের স্থানীয় সরকার মাছচাষের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা তৈরী করেছে-যার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর থেকে চাপ কম করা এবং গরীব লোকেদের আয় বৃদ্ধি করা।

প্রাপ্ত শিক্ষা

''দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা বিশ্লেষণ'' হচ্ছে একটি মাধ্যম যার ফলে গরীব লোকেরা নিজেদের সম্পদের গুরুত্ব সম্বন্ধে বুঝতে পারে এবং স্থানীয় সদস্যরা গরীবদের জীবনযাত্রার মান বুঝতে পেরে তাদের উন্নতিতে আরো ভালোভাবে সাহায্য করতে পারে। ''দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা বিশ্লেষণ''কে আরো ভালোভাবে করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নজর দিতে হবে।

- ''দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা বিশ্লেষণ''কারী দল তৈরী করা-এই দলের সদস্য সেইসব এজেন্সি বা সংস্থার সদস্যরা হবে যারা গরীবলোকদের জীবনকে কাছ থেকে দেখেছে এবং তাদের জন্য কাজ করেছে। (যেমন -কৃষি বিকাশ কেন্দ্র)
- ''দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা বিশ্লেষণ'' নিরীক্ষণের সময়সীমা : দুই সপ্তাহের বেশী ''দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা বিশ্লেষণ'' নিরিক্ষণের কাজ চালানো উচিৎ নয়। নিরীক্ষণের কাজের সময় এজেন্সি এবং সংস্থার লোকেদের প্রত্যেকটি মিটিংএ অংশগ্রহণ করে কৃষক এবং মৎসকৃষকদের সাথে কথাবার্তা বলা উচিৎ।
- পরবর্তী কার্যপ্রণালী— দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা বিশ্লেষণ''এর দ্বারা গরীব লোকেদের জীবনযাপনের প্রধান অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে জানা যায়। ''দীর্ঘস্থায়ী জীবিকা বিশ্লেষণ''এর কাজ শেষ করার পরে, তার উপর ভিত্তি করে তাড়াতাড়ি একটি পরবর্তী কার্য্যপ্রণালীর পরিকল্পনা তৈরী করাও একটি জরুরী কাজ যাতে অবশ্যই কৃষক এবং মৎসকৃষকদের অংশগ্রহণ থাকবে।

নুয়েন ভেন তু দক্ষিণ ভিয়েতনামের এ আই টি-অ্যাকুয়া আউটরিচ প্রোগ্রামের দেশীয় প্রবন্ধক তার যোগাযোগের ঠিকানা <nvantu@hcmuaf.edu.vn>নুয়েন মিন ডাক হো চিন মিন শহরের নঙ্গ লাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস বিভাগে কাজ করে, তার যোগাযোগের ঠিকানা <nmduc@hcmuaf.edu.vn>

স্ট্রীম পত্রিকা সম্বন্ধীয়

প্রকাশিত হয় স্ট্রীম দ্বারা- সাপোর্ট টু রিজিওনাল অ্যাকুয়াটিক রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট
নেটওয়ার্ক অফ অ্যকুয়াকালচার সেন্টারস ইন এশিয়া-প্যাশিফিক (নাকা) সেক্রেটারিয়েট
স্বরস্বাদি বিল্ডিং
ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ কম্পাউন্ড
ক্যাসাকাট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস
লাদেয়ো, জাতুজক, ব্যঙ্কক ১০৯০৩
থাইল্যণ্ড

সম্পাদকীয় দল

গ্রাহাম হেলর, নির্দেশক, স্ট্রীম
লি থান লু, স্ট্রীম ভিয়েতনামের রাষ্ট্রীয় সহযোজনকারী
উইলিয়াম স্যাভেজ, স্ট্রীম যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ
সোনিয়া স্যাভিলি, স্ট্রীম ফিলিপিন্সের রাষ্ট্রীয় সহযোজনকারী
থে সোমোনি, স্ট্রীম কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রীয় সহযোজনকারী

উদ্দেশ্য

স্ট্রীম পত্রিকা বছরে চার বার প্রকাশিত হয় এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এশিয়া-প্যাশিফিকে জলীয় সম্পদের ব্যাবহারকারী গরীব লোকেদের জীবিকার উন্নতির পক্ষে সহযোগিতা, যোগাযোগ এবং নীতির উন্নতি করা এবং জলীয় সম্পদ পরিচালনার সাথে অঞ্চলের অন্যান্য ব্যবস্থারও সম্পর্ক স্থাপন করা। এই স্ট্রীম পত্রিকায় সেইসব লোকেদের কথা লেখা হয় যাদের জীবিকা নির্ভর করে জলীয় সম্পদের উপর, বিশেষত: যাদের সম্পদের পরিমাণ সীমিত, এবং সরকার, বেসরকারী এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ যারা এদের সাথে সমাজে কাজ করে। এইসব ঘটনায় থাকে কিছু শিক্ষণীয় জিনিষ, সমস্যা সমাধানের সূত্র, খবর এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা, জলীয় সম্পদের পরিচালনা, আইন প্রণয়ন করা, জীবিকা, লিঙ্গ, অংশগ্রহণ, অংশীদার, নীতি এবং যোগাযোগের উপর বিভিন্ন তথ্য।

এই পত্রিকার আরেকটি ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো, একটি পেশাদারী মনোভাবপূর্ণ পত্রিকায় সেইসব লোকেদের কথা জানানোর সুযোগ করে দেওয়া যাদের কথা কদাচিৎ শোনা যায়, যেটির বিষয় বাস্তবিক এবং শিক্ষামূলক উভয়ই। এই পত্রিকার প্রবন্ধগুলি কোন বিশেষ সংস্থার বক্তব্যকে পেশ করে না বরং কোন ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করে। এখানে লেখকরা নিজেদের প্রবন্ধের বক্তব্য সম্বন্ধে দায়িত্ববান এবং কোন সম্পাদকীয় পক্ষপাত এবং লেখাগত ত্রুটির জন্য দায়ী স্ট্রীম।

বিতরণ

স্ট্রীম পত্রিকা তিনটি উপায়ে পাওয়া যেতে পারে–

১. ইলেকট্রনিক পি ডি এফ রূপ যা প্রত্যেক দেশের স্ট্রীম যোগাযোগকারী কেন্দ্র থেকে ছাপা এবং বিতরণ করা হয়।
২. www.streaminitiative.org ওয়েবসাইটে ভারচুয়াল লাইব্রেরী থেকে পি ডি এফ ফরম্যাটে ডাউনলোড করা যাবে।
৩. ছাপানো পত্রিকা যা নাকা সেক্রেটারিয়েট থেকে পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ

জলীয় সম্পদের ব্যবহারকারী এবং তাদের সাথে যারা কাজে জড়িত তাদের সম্পর্কিত প্রবন্ধ লেখার জন্য স্ট্রীম পত্রিকা লোকেদের উৎসাহ ও সুযোগ দেয়। তাছাড়া স্ট্রীম পত্রিকা নিজেদের লেখায় গোষ্ঠীর লোকজনদের নিজেদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা বলার সুযোগ দেয়।

প্রবন্ধগুলি পরিস্কার ইংরেজী ভাষায় ১০০০ শব্দের অন্তর্গত হতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

উইলিয়াম স্যাভেজ, স্ট্রীম পত্রিকার সম্পাদক, <savage@loxinfo.co.th>
আরো বিশদ খবরের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন, গ্রাহাম হেলর, নির্দেশক, স্ট্রীম <ghaylor@loxinfo.co.th>

স্ট্রীম সম্বন্ধীয়

সাপোর্ট টু রিজিওনাল অ্যাকুয়াটিক রিসোর্সেস ম্যানজমেন্ট (স্ট্রীম) হলো নেটওয়ার্ক অফ অ্যাকুয়াকালচার সেন্টারস্ ইন এসিয়া প্যাশিফিকের (নাকা) পঞ্চবার্ষিকী কার্য্যক্রমের একটি অহ্গ। এর লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্নে সংস্থাকে সাহায্য করা যাতে–

- পুরানো এবং নতূন তথ্যগুলিকে আরো ভালোভাবে ব্যাবহার করা যাবে
- গরীব মানুষের জীবিকা নির্বাহণকে আরো ভালোভাবে জানার জন্য
- গরীব মানুষদের একটি সুযোগ দেওয়া ওই নীতি বা পদ্ধতিকে প্রভাবিত করার যা তাদের জীবনের উপর প্রভাব ফেলে।

স্ট্রীম এই কাজগুলি করছে বিভিন্ন নীতি তৈরী করতে সাহায্য করার দ্বারা এবং লোকেদের ও সংস্থার মধ্যে মধ্যস্থতা করার দ্বারা এই নীতিগুলি ক্ষমতাবান হবে–

- জলীয় সম্পদের পরিচালনার প্রভাবের ক্ষেত্রে
- গরীব মানুষের জীবিকা নির্বাহণের ক্ষেত্রে
- বিভিন্ন পরিচালনা পর্য্যাবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে
- সংবাদ প্রসারিত করার ক্ষেত্রে
- বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে

স্ট্রীম এর কর্মসূচী প্রধানত: জোট-বন্ধনের উপর নির্ভরশীল। এতে যুক্ত আছে অস এ আই ডি, ডি এফ আই ডি, এফ এ ও এবং ডি এস ও মতন সহযোগী সংস্থা যারা নাকাকে সাহায্য করে। এই সংস্থার কাজের পদ্ধতি হচ্ছে সবাইকে সাথে নিয়ে কাজ করা, যারা জলীয় সম্পদ পরিচালনার বিভিন্ন কাজে যুক্ত সেইসব অংশীদারদের একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন সাহায্য করা এবং তাদের সাহায্য সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পকে রূপায়ণ করতে এবং পরিচালনা করতে।

ছোট বন্ধনের দ্বারা কাজের প্রক্রিয়াতে প্রত্যেকটি দেশে একজন রাষ্ট্রীয় সহযোজনকারী (বরিষ্ঠ সরকারী সদস্য) এবং একজন দেশের যোগাযোগকেন্দ্রর পরিচালক (যাকে স্ট্রীম প্রথম দুবছর পরোপুরি ভাবে সাহায্য করে) ও দেশের বিভিন্ন অংশীদাররা যুক্ত আছেন যোগাযোগ কেন্দ্রে আছে কম্পুটার, প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা, প্রযুক্তিগত বিদ্যার সাহায্য, এবং যোগাযোগ ও মানবিক সম্পদ, এবং বিভিন্ন অংশীদাররা সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়।

রাষ্ট্রীয় যোজানা দস্তাবেজের অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সহযোজন প্রক্রিয়া চলে, সহযোজনকারী ও কেন্দ্র প্রবন্ধক বিভিন্ন অংশীদারেরা সাথে আলোচনার মাধ্যমে তৈরী করে। রাষ্ট্রীয় যোজনা দস্তাবেজে যাকে মূল বিষয়, প্রাদেশিক সম্পর্কের গুরুত্ব, মূল কাজগুলিকে চিহ্নত করা এবং প্রাধান্য দেওয়া, এবং স্ট্রীম ও অনান্য সংস্থা থেকে এই কাজের জন্য টাকা জোগাড় করা।

স্ট্রীমের রিজিওনাল অফিস (ব্যাঙ্ককের নাকা সেক্রেটারিয়েটে) থেকে এই কাজকর্মকে পরিচালনা করা হয়, জীবিকা নির্বাহণ, সংস্থা, নীতি তৈরী এবং যোগাযোগ, এই চারটি বিষয়ের উপর স্ট্রীম বিভিন্ন দেশে কাজ করে।

স্ট্রীমের কার্য্যক্রম একটি পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়া, প্রথমে শুরু হয়েছিল কম্বোডিয়া, ভারতবর্ষ, নেপাল, ফিলিপিন্স এবং ভিয়েতনামে এবং এটা প্রসারিত হচ্ছে এশিয়া প্যাশিফিকের বিভিন্ন দেশে তার দ্বারা (যেখানে দারিদ্রতা দূর করার সুযোগ আছে এবং ভালো পরিচালনা ব্যাবস্থার সুযোগ আছে)। যেরকম অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে, যা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছে, প্রভাব প্রদর্শিত হয়েছে এবং যেখানে অতিরিক্ত বিত্তসাহায্য আছে স্ট্রীমের যোগাযোগের পদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে গোষ্ঠীর জ্ঞানকৌশল বৃদ্ধি করা, এই কাজে সাকারাত্মক পরিবর্তন করেছে এবং এই কাজ থেকে তারা যা শিক্ষা গ্রহণ করছে তা সমগ্র এশিয়া প্যাশিফিকে বিস্তারিতভাবে প্রচার করছে।

স্ট্রীম পত্রিকা এবং স্ট্রীমের ওয়েবসাইট হচ্ছে এই পদ্ধতির একটি অঙ্গ

কম্বডিয়া: শ্যাম ভেক <cfdo@camnet.com.kh>
ভারত:: রুবু মুখার্জী <rubumukherjee@rediffmail.com>
নেপাল: নিলকান্ত পোখরেল <agroinfo@wlink.com.np>
ফিলিপিন্স: এলিজাবেথ গনজালেস <streambfar-phll@skyinet.net>
ভিয়েতনাম: নুয়েন সং হা <streamsapa@vietel.com.vn>